بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ অক্টোবর ২০১৭, মোতাবেক ১৩ ইখা, ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (সূরা আল্ আহযাব: ৪১) এ আয়াতের অনুবাদ হলো, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র নবী এবং খাতামান নবীঈন আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় কোন না কোন অজুহাতে আহমদীদের বিরুদ্ধে রাজনীতিবিদ এবং আলেম সমাজ বিষোদগার করে থাকে। তাদের মতে এটি হচ্ছে, জাতিকে **সমমনা বানিয়ে** নিজেদের পিছনে চালানো**র** এবং খ্যাতি অর্জনের সবচেয়ে সহজ পন্থা। আর মুসলমানদের**কে** উত্তেজিত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো,'খতমে নবুয়্যত'-এর অস্ত্র। অতএব কোন রাজনৈতিক দল **যখন** দুর্বল হতে থাকে, কোন রাজনীতিবিদের জনপ্রিয়তা **যখনই** হ্রাস পেতে থাকে এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় সংগঠনগুলো যখন রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা লাভ করতে চায় এবং অন্যান্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন রাজনীতিবিদকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তখন আহমদীদের সাথে তাদের**কে জড়িয়ে** বলে, দেখ! কত বড় অন্যায় হচ্ছে, বিদেশী শক্তির প্রভাবে এরা আহমদীদেরকে মূলধারার (Main Stream) মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বা করছে। অথচ তাদের ধারণা অনুসারে আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না। এই নামধারী ইসলাম প্রেমিরা দাবি করে যে, রসূলের সম্মানে আমরা কোন ধরনের আঁচ আসতে দিব না আর কখনো এমন অন্যায় হতে দিব না। আহমদীদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করা– এটি **মস্ত** বড় অন্যায়! **সেই** সাথে তারা একথাও বলে যে, এজন্য **(এর প্রতিবাদে)** আমরা আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত আছি। প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দল, ক্ষমতাসীন হলেও, কালক্ষেপণ না করে তাদের প্রতিনিধি সংসদে দাঁড়িয়ে **প্রত্যুত্তরে** বিবৃতি দেয় যে,আহমদীদেরকে কোন অধিকার দেয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং একজন পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে, **হোক না কেন** তা তৃতীয় শ্রেণির, অল্পবিস্তর বা যৎকিঞ্চিৎ যে অধিকারই তারা পাচ্ছে, **এবারে** তাও হরণ করার দাবী উত্থাপন **করা হবে**। সবারই উদ্দেশ্য **রাজনৈতিক**। ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রত্যেকের**ই** রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও **এতে** আহমদীদেরকে**ই** জড়ানো হয়। কেননা এটি হলো সবচেয়ে সহজ কাজ। সরকারী বা বিরোধী দলীয় সাংসদরা সংসদে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে **খেদোক্তি করতে থাকে**।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীনরা আইনের ধারায় নিজেদের স্বার্থে শাব্দিক যে পরিবর্তন **ঘটিয়েছিল**, এ ক্ষেত্রেও আমরা এসব কিছুই দেখছি। পাকিস্তানে সম্প্রতি খুব হৈচৈ হয়েছে আর প্রচারমাধ্যমের সুবাদে এসব কিছু **বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছে**, তাই এ সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এ প্রেক্ষাপটের সাথে আহমদীয়া জামা'তের সম্পর্ক **যতটুকু** তা হলো, বিদেশী **কোন** শক্তিকে **আমরা** কখনো বলিনি যে, পাকিস্তানি আইনে পরিবর্তন এনে, আইনের দৃষ্টিতে আমাদেরকে মুসলমান

বানানো হোক আর আমরা পাকিস্তানি কোন সরকারের কাছেও কখনো এর ভিক্ষাও চাই নি। কোন সংসদ বা সরকারের কাছে মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাদের কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দাবি হলো, 'আমরা মুসলমান'। আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আমাদেরকে মুসলমান আখ্যায়িত করেছেন, তাই আমরা মুসলমান। আমরা لا اله الا الله محمد رسول الله কলেমা পাঠকারী। আমরা ইসলামের সকল রুকন এবং ঈমানের সকল স্তম্ভে বিশ্বাস রাখি। আমরা পবিত্র কুরআনে **সুদৃঢ়** বিশ্বাস রাখি। মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি, যেমনটি কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন আর যে আয়াতটি আমি এখনই পাঠ করেছি। আমরা অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন।বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কার করে এবং সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন আর বিভিন্ন জায়গায় এটি স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি খতমে নবুয়্যত মানে না আমি তাকে বেদ্বীন এবং ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত মনে করি। সে আহমদীও নয় আর মুসলমানও নয়। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে হইচই করা হয় আর এই মর্মে যে অপবাদ আমাদের প্রতি আরোপ করা হয় যে, আমরা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী না এবং নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে মানি না, এটি নিতান্তই এক হীন এবং ঘৃণ্য অপবাদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির যুগ থেকেই আহমদীয়া জামা'তের এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওপর এই অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে। আর বিভিন্ন সময় এ বিষয়ে তাদের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে থাকে। আর যেমনটি আমি বলেছি, বিভিন্ন সময়, যখনই স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় তখন এ বিষয়ে এসব লোকের ভেতর উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর এক খুতবায় একবার বলেছিলেন, আমাদের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হয় এটিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে যখন আমরা বলি যে, আমরা কীভাবে খতমে নবুয়্যতের অস্বীকারকারী হতে পারি? আমরা তো কুরআন পড়ি আর কুরআনে দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমান রাখি। আর কুরআন মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন আখ্যা দেয়। তখন অ-আহমদী আলেমরা এই আপত্তি উত্থাপন করে এবং জনসাধারণকেও তারা এ পাঠই দিয়েছে আর আজও এই আপত্তিই করা হয় বরং যোগাযোগের সুবিধার কারণে প্রচার মাধ্যমের সুবাদে অন্যান্য দেশের আলেম সমাজও নামধারী পাকিস্তানি এসব আলেমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বলে বসে, নাঊযুবিল্লাহ্! আহমদীরা পবিত্র কুরআনও মানে না। মির্যা সাহেবের ইলহামকেই তারা কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে। **(খুতবাতে মাহমুদ (রা.), ৪ নভেম্বর, ১৯৫৫ সনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা, ৩৬তম খণ্ড, পৃঃ ২২২০২২৩)**

অথচ আহমদী**য়াতের** সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর **অনেক আরব** যখন বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তখন তারা একথাই বলে যে, আমরা আমাদের আলেমদের যখন জিজ্ঞেস করি, আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তাদের মতামত কী? তখন তারা এ ধরনের কথাই শোনায় যে, আহমদীরা পবিত্র কুরআন মানে না, এরা এক পৃথক কুরআন এবং কিতাব বানিয়ে রেখেছে। এরা মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী মানে না বরং মির্যা সাহেবকে শেষ নবী মানে। এদের হজ্জ ভিন্ন, এরা হজ্জ করে না, এদের ক্বিবলা ভিন্ন, এরা কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়ে না। তারা আরো বলেন (অর্থাৎ আরব আহমদীরা), আমরা যখন খতিয়ে দেখি তখন আমাদের সামনে এসব আলেমের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। অ-আহমদী মৌলভীদের এসব মিথ্যাচার ও আহমদীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ শত শত মানুষের জন্য আহমদীয়াত গ্রহণের কারণ হয়ে যায়। অতএব মৌলভীরা মিথ্যা বলে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের তবলীগই করছে।

এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমরা কুরআন মানব না আর মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করব না! যেখানে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহাম কুরআনকে আল্লাহ্‌র কিতাব **ঘোষণা** দেয়, একেই সকল কল্যাণের উৎস আখ্যায়িত করে এবং মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে। যেমন, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাঁর একটি ইলহাম হলো, الخير كله في القران অর্থাৎ, **সকল কল্যাণ কুরআনেই নিহিত**। (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ৫৭) **অনুরূভভাবে তিনি (আ.) একথাও বলেছেন, কুরআনকে যে সম্মান দিবে সে আকাশে বা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।** (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

তিনি কোথাও বলেন নি যে, আমার ইলহামগুলোকে সম্মান কর। তাঁর ইলহাম সমূহ্ কুরআনের সেবক, এগুলোর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা নেই। আমাদের যে কল্যাণই সন্ধান করতে হয়, যে হিদায়াতই অন্বেষণ করতে হয় এবং সমাজের যে কোন বিষয়ে নির্দেশনা নিতে হয়, তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই নিয়ে থাকি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক ইলহামও এসব বিষয়কে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলীও রয়েছে। এছাড়া একটি ইলহামও রয়েছে যাতে 'খাতামান নবীঈন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই ইলহামটি হলো, **'সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলে মুহাম্মাদীন সাইয়্যেদে উলদে আদামা ওয়া খাতামিন নাবীঈন'** অর্থাৎ, **মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর, যিনি আদম-সন্তানদের নেতা ও খাতামুল আম্বিয়া (সা.)।** (বারাহীনে আহমদীয়া- ৪র্থ খণ্ড, রূহানী খাযায়েন-১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৭ এর টীকা)

আর এই ইলহামটি বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রতি দু'তিন বার অবতীর্ণ হয়েছে। আরো একটি ইলহাম রয়েছে আর তা হলো, **'কুল্লুবারাকাতিম মিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'**। অর্থাৎ সকল কল্যাণ মুহাম্মদ (সা.) থেকে উৎসারিত। (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন-২২তম খণ্ড, পৃঃ ৭৩)

পুনরায় তিনি তাঁর পুস্তিকা তাজাল্লিয়াতে এলাহীয়া'য় লিখেন, **"আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মতি না হতাম আর তাঁর (সা.) অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার সৎকর্ম পৃথিবীর সকল পর্বত-সমান হলেও আমি বাক্যালাপ ও কথোপকথনের এই সম্মান লাভ করতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল নবুয়্যতের দ্বার রুদ্ধ।"** (তাজাল্লিয়াতে এলাহীয়া, রূহানী খাযায়েন-২০তম খণ্ড, পৃঃ ৪১১-৪১২)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর অধীনস্থ এবং তাঁর সব ইলহামও কুরআনের অধীনস্থ আর কুরআনের ব্যাখ্যা মাত্র।

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলোকে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠই জ্ঞান করতাম তাহলে আমরা অর্থ ব্যয় করে এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে বিশ্বব্যাপী কুরআনের অনুবাদ প্রচার করতাম না বরং এর পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো প্রচার করতাম। এখন পর্যন্ত ৭৫টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের পুরো অনুবাদ **প্রকাশিত হয়েছে** আর আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদকর্ম **চলছে**। ইনশাআল্লাহ্, অচিরেই তা প্রকাশিত হবে। **১১১**টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ ছেপে **প্রকাশিত হয়ে**ছে।

বড় বড় ইসলামী রাষ্ট্র **আর** অঢেল সম্পদের মালিক ধর্মীয় সংগঠনগুলো বলুক তো, তারা কতগুলো ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছেপে প্রচার করেছে?

খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ আর মর্মও কেবল আমরা, আহমদীরাই বুঝি আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর খাতামান নবীঈন হওয়া-সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র যে ঘোষণা রয়েছে তার প্রচার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্ব স্ব ভাষায় কেবল আহমদীরাই করে যাচ্ছে। এরপরও এরা অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীরা খতমে নবুয়্যত মানে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খতমে নবুয়্যতের সেই মর্ম ও তত্ত্ব বুঝিয়েছেন যার ধারেকাছেও খতমে নবুয়্যতের এসব ধ্বজাধারীরা পৌঁছতে পারে না।

আমরা কি মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি, নাকি মানি না? এ কথা পরিষ্কার করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন,

"স্মরণ রাখা উচিত, আমার এবং আমার জামা'তের প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আমরা মহানবী (সা.) কে খাতামান নবীঈন মানি না, এটি আমাদের প্রতি জঘন্য অপবাদ। আমরা যে দৃঢ়বিশ্বাস, তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া মানি এবং বিশ্বাস করি, এর লক্ষ ভাগের একভাগও অন্যরা মানে না। বরং তাদের মাঝে সেই যোগ্যতাই নেই! খাতামুল আম্বিয়ার খতমে নবুয়্যতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত আছে তারা তা বুঝেই না। তারা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে কেবল একটি শব্দই শুনে রেখেছে কিন্তু এর গভীর তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা জানেনা, 'খতমে নবুয়্যত' কাকে বলে আর এর ওপর ঈমান আনার প্রকৃত মর্ম কী! কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে যা সম্পর্কে খোদাই ভাল জানেন, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (যা আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন) মহানবী (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে খতমে নবুয়্যতের পুরো অর্থ এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, এই তত্ত্বজ্ঞানের পানীয় যা আমাকে পান করানো হয়েছে তার এক বিশেষ স্বাদ আমি আস্বাদন করি। এই প্রস্রবণ থেকে যারা পান করেছে তারা ব্যতীত আর কারো পক্ষেই এটি অনুমান করা সম্ভব নয়।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

পুনরায় খতমে নবুয়্যতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,**"আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন নবীঈন (সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন, শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) একইভাবে, সেই গ্রন্থ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যা সব ঐশী শিক্ষার সমাহার ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান নবীঈন আর তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত সমাপ্ত হয়েছে। নবুয়্যত এই অর্থে সমাপ্ত হয় নি, যেভাবে কেউ গলাটিপে কাউকে শেষ করে"** (বা মেরে ফেলে)। **"এমন খতম বা শেষ করা গৌরবের কারণ হয় না বরং মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, স্বাভাবিকভাবে নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠ দিকগুলো তাঁর সত্তায় পরম মার্গে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, সেসব বহুবিধ শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাকাষ্ঠা যা আদম থেকে আরম্ভ করে মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) পর্যন্ত নবীদের দেয়া হয়েছে, কোনটি কাউকে দেয়া হয়েছে আবার কাউকে অন্য কোনটি, আর এগুলোর সবই একীভূত করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায়। আর এভাবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খাতামান নবীঈন গণ্য হলেন। অনুরূপভাবে, "সেই সমুদয় শিক্ষা"** (যত শিক্ষা রয়েছে সব) **"ওসীয়্যত (অর্থাৎ, তাকিদপূর্ণ নির্দেশাবলী) এবং তত্ত্বভাণ্ডার, যা পূর্বের বিভিন্ন পুস্তকে চলে আসছিল** (যা পূর্ববতী বিভিন্ন শরীয়তে রয়েছে) **"তা কুরআনী শরীয়তে পূর্ণতা লাভ করেছে আর এভাবেই পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব গণ্য হলো।"** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১-৩৪২, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি সেই সত্য কথা যে সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা অজ্ঞ, আর তারা যেসব আলেমের খপ্পরে পড়েছে, তারা নিজেদের থাবা থেকে এদের বের হতে দেয় না। এই সত্য যদি তাদের অন্ধ অনুসরণকারীরা জেনে যায় তাহলে ধর্মকে যে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে সে ব্যবসা তাদের আর চলবে না।

এক জায়গায় তিনি (আ.) খাতামান নবীঈনের অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"খতমে নবুয়্যত সম্পর্কে আমি আবারো বলতে চাই, খাতামুন নবীঈন-এর প্রধান অর্থ হলো, নবুয়্যত-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে (আল্লাহ্ তা'লা) আদম থেকে আরম্ভ করে মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণতা দিয়েছেন, এটি হচ্ছে মোটা ও বাহ্যিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যতের শ্রেষ্ঠত্বের বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি সত্য আর পরম সত্য কথা যে, পবিত্র কুরআন অসম্পূর্ণ বিষয়াদিকে সম্পূর্ণ করেছে আর নবুয়্যত সমাপ্ত হয়ে গেছে।"** [অর্থাৎ, পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ যেসব বিষয় ছিল সেগুলোর মান তত উন্নত ছিল না। পবিত্র কুরআন সেই শিক্ষাকে পরম মার্গে পৌঁছে দিয়েছে। আর তাঁর (সা.) প্রতি পবিত্র কুরআন রূপী সেই শরীয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে যার চেয়ে অধিক উৎকর্ষতায় কোন ব্যক্তি বা মানুষের জন্য উপনীত হওয়া সম্ভবই ছিল না, যেখানে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পৌঁছেছে আর তা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং এখানে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।] তিনি (আ.) বলেন, **"এজন্যই ইসলাম** الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ **–এর সত্যায়নকারী হয়ে গেছে ও সত্যায়নস্থল হয়ে গেছে** (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)। **বস্তুত এগুলো নবুয়্যতের নিদর্শন, এগুলোর অবস্থা এবং গভীরতা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। মূলনীতি পরিস্কার ও সুস্পষ্ট আর সেগুলো প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত সত্য আখ্যায়িত হয়। এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া মু'মিনের জন্য আবশ্যক নয়, ঈমান আনা আবশ্যক। যদি কোন বিরোধী আপত্তি করে আমরা তাদের বাঁধা দিতে পারি আর সে যদি বিরত না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, প্রথমে নিজেদের আনুসঙ্গিক সমস্যাদির সমাধান উপস্থাপন করুক"** (তাদের যেসব সমস্যা রয়েছে প্রথমে সেগুলোর প্রমাণ দিক যে, তারা কীভাবে সেগুলোর সমাধান করেছে।) তিনি (আ.) বলেন, **"বস্তুত নবুয়্যতের মোহর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর মাঝে একটি নিদর্শন"** (অর্থাৎ, তাঁর খাতামান নবীঈন হওয়া তাঁর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।) "যার প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য আবশ্যক। **(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৬-২৮৭, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)**

অতএব, কেউ যদি খতমে নবুয়্যতে অবিশ্বাসী হয়, যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তিনি (আ.) বলেন– **এমন ব্যক্তি মুসলমানই নয়, সে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।**

এরপর খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"খতমে নবুয়্যতকে এভাবে বুঝতে পারি যে, যেখানে বা যে পর্যায়ে যুক্তিপ্রমাণ ও তত্ত্বজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটে সে সীমানাকে খতমে নবুয়্যত নাম দেয়া হয়েছে। এরপর নাস্তিকদের মত ছিদ্রান্বেষণ করা অবিশ্বাসীদের কাজ। তিনি (আ.) বলেন, **স্পষ্ট বিষয়াদি সব ক্ষেত্রেই থেকে থাকে। (তবে** বিষয়াদী **স্পষ্ট থাকলেও) এসব অনুধাবনের বিষয়টি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে।** (মানুষের মাঝে যদি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান থাকে আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি জ্যোতিও লাভ হয় তবেই এসব বিষয় বুঝা সম্ভব।) তিনি (আ.) বলেন, **মহানবী (সা.)-এর আগমণের কল্যাণে ঈমান এবং তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছে, অন্যান্য জাতিও জ্যোতি লাভ করেছে, তবে অন্য কোন**

জাতি জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরীয়ত লাভ করে নি, যদি লাভ করতো তাহলে কি তারা আরবের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না? [(অন্যান্য জাতি পরিপূর্ণ শরীয়ত পায় নি। যেসব নবী এসেছেন তাঁরা স্ব স্ব অঞ্চলে এসেছেন। তিনি (আ.) বলেন, আরবরা যে খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না এটিই এ কথার প্রমাণ। যারা জানত এবং যাদের যোগাযোগও ছিল তারাও মানে নি। কেননা, সেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত ও পূর্ণ মাত্রার জ্যোতি **সম্পন্ন** ছিল না। পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে যদি পূর্ণাঙ্গীন আলো বা জ্যোতি থাকত তাহলে এর প্রভাব আরবদের ওপরও পড়ত।) তিনি (আ.) বলেন, **আরবদের মাঝে সেই সূর্য উদিত হয়েছে যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল জনপদকে স্বীয় আলোয় উদ্ভাসিত করেছে।** (কিন্তু এটি কেবল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই বিশেষত্ব, তিনি সেই সমুজ্জ্বল সূর্য যা সকল জাতিকে আলোকিত করেছে, সকল স্থানে, সকল **দিগন্তে** এবং সকল শহরে তাঁর আলো পৌঁছে গেছে। তিনি [(আ.) বলেন,)] **এই গর্ব কেবল কুরআনই করতে পারে যে, তৌহিদ এবং নবুয়্যতের বিষয়ে এটি পৃথিবীর সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হতে সম্পূর্ণ সক্ষম।** (একত্ববাদ এবং নবুয়্যত-সংক্রান্ত যে বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বর্ণনা করেছেন তা এতটা যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ যা পূর্বের কোন ধর্মকে**ই** দেয়া হয় নি। অতএব, এই হলো শরীয়ত সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থ আর মহানবী (সা.)-এর খাতামুল আম্বিয়া আখ্যায়িত হওয়ার মর্ম)] তিনি (আ.) বলেন, **এটি গর্বের বিষয় যে, মুসলমানরা এমন গ্রন্থ লাভ করেছে। যারা আক্রমণ করে এবং ইসলামের নির্দেশনা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে অভ্যন্তরীণভাবে তারা পুরোপুরি অন্ধ আর কথাও বলে ঈমানহীনতার ভিত্তিতে।"**
(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, ইসলামই আরব থেকে যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে গেছে আর আজ পর্যন্ত স্বীয় সত্যিকার শিক্ষাসহ বিশ্বের সকল প্রান্তে প্রসার লাভ করছে। আজ আহমদীয়া জামা'ত নিজেদের সমূহ শক্তি এবং উপায় ও উপকরণের মাধ্যমে একত্ববাদ ও নবুয়্যতের প্রকৃত মর্যাদাকে পৃথিবীর প্রতিটি শহর, গ্রাম এবং অলিগলিতে প্রচার করে চলেছে। অতএব, আমরাই খতমে নবুয়্যত এবং তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করি।

একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি (আ.) শুধু অবহিতই করেন নি বরং এও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর শিক্ষা এতটাই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত **হয়েছে** যে, সেসব নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও সত্যতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না যে, তারা সত্য ছিলেন কি-না! এটিও মহানবী (সা.)-এরই শ্রেষ্ঠত্ব যে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতা এবং তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, **"সেই শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে, যা মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ লালন-পালন ও তত্ত্বাবধান করে আর শুধুমাত্র এক পাক্ষিক প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান করে না। ইঞ্জিলের শিক্ষা দেখ! তা কী বলে আর মানবীয় শক্তিবৃত্তি-সংক্রান্ত কী শিক্ষা দেয়? মানবীয় শক্তিবৃত্তি এবং প্রকৃতি আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ** (মানুষের প্রকৃতি ও শক্তিবৃত্তি আল্লাহ্‌র গ্রন্থের ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ) **তাই, তাঁর আক্ষরিক গ্রন্থ যাকে কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন) বলা হয় অথবা একে ঐশী শিক্ষা বলতে পার তা 'সার্বিক রূপ ও গঠনের' বিপরীত ও বিরোধী কীভাবে হতে পারে?** (আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় উক্তি নির্ভর গ্রন্থে যে নির্দেশনা ও শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, তা পবিত্র কুরআন আর একে কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ বলা হয়। আর 'ফিতরতি তালীম' বা প্রকৃতি **সম্মত** শিক্ষা যা সত্যিকার অর্থে মানবীয় বিভিন্ন অবস্থার নাম,

তা এর বিপরীত হতে পারে না। কেননা তিনি (আ.) বলেছেন, মানব প্রকৃতি এবং মানুষের শক্তিবৃত্তির অবস্থা ও ক্ষমতা খোদা তা'লার ব্যবহারিক গ্রন্থ আর শরীয়ত হলো, তাঁর আক্ষরিক বা উক্তিভিত্তিক গ্রন্থ।) তিনি (আ.) বলেন, **একইভাবে মহানবী (সা.) যদি না আসতেন তাহলে পূর্বের নবীদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, পথনির্দেশনা, নিদর্শনাবলী এবং পবিত্রকরণ শক্তি প্রশ্নবাণে জর্জরিত হত। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে তাঁদের সবাইকে পবিত্র সাব্যস্ত করে দিয়েছেন।** (তিনি এসে সবার সত্যায়ন করেছেন) **তাই তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শনাবলী সূর্যের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান আর অগণিত ও অপরিসীম। অতএব, তাঁর নবুয়্যত বা তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শন নিয়ে আপত্তি করা এমনই বিষয় যেভাবে সমুজ্জ্বল দিন দেখেও কোন নির্বোধ অন্ধ বলে বসে, এখনো রাতই বিরাজমান। আমি পুনরায় বলছি, অন্যান্য ধর্ম অন্ধকারেই থেকে যেত যদি আজ পর্যন্ত মহানবী (সা.) না আসতেন। ঈমান ধ্বংস হয়ে যেত এবং পৃথিবী অভিশাপ ও ঐশী আযাবে ধ্বংস হয়ে যেত। ইসলাম প্রদীপের মত সমুজ্জ্বল যা অন্যদেরকেও অমানিশা থেকে মুক্ত করেছে। তওরাত পড়লে জান্নাত ও জাহান্নামের ধারণা পাওয়াই কঠিন হয়ে যায়। ইঞ্জিলকে দেখ! এতে একত্ববাদের চিহ্নই দেখা যায় না। এখন বল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উভয় গ্রন্থই খোদার পক্ষ থেকে ছিল আর আছে কিন্তু এথেকে কোন্ আলো লাভ হয়? প্রকৃত আলো যা পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক তা ইসলামেই রয়েছে। একত্ববাদকেই দেখ! কুরআনের যে জায়গাই খুলবে, একে নগ্ন তরবারির ন্যায় পরিদৃষ্ট হয় যা শিরকের মূল কর্তন করছে। অনুরূপভাবে, নবুয়্যতের প্রতিটি দিক এত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে যে, এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।"** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮২-২৮৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অতএব, এটি হলো খতমে নবুয়্যত-সংক্রান্ত সেই ব্যুৎপত্তি যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। বর্তমান সময়ের আলেমরা **অনায়াসে** পরস্পরের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করছে, কিন্তু **ভিন্ন** ধর্মকে তাদের প্রকৃত চেহারা দেখিয়ে তাদের দুর্বলতা তাদের সামনে তুলে ধরে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সাহস তাদের নেই। এ-কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবীয়ত ও সুশিক্ষার কল্যাণে আহমদীয়া জামা'তই করে যাচ্ছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের দৃষ্টিতে আমরা কাফির আর তারা মু'মিন।

স্বীয় দাবির স্বরূপ স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) তাঁর এক পুস্তকে বলেন, **এমনই দুর্ভাগা প্রতারক সে যে স্বয়ং নবী এবং রসূল হওয়ার দাবি করে, সে কি কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী হতে পারে? আর এমন ব্যক্তি, যে কুরআনে বিশ্বাসী এবং এ আয়াত** وَلٰكِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ **-কে আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে কি বলতে পারে মহানবী (সা.)-এর পর আমিও রসূল এবং নবী? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত, এই অধম কখনো আর কোন সময় আক্ষরিক অর্থে স্বতন্ত্র নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করে নি। রূপকভাবে কোন শব্দ ব্যবহার করা এবং অভিধানের সাধারণ অর্থের দিক থেকে আলাপ-আলোচনায় তা ব্যবহার করা আবশ্যকীয়ভাবে কুফর বা অস্বীকার করা নয়** (অর্থাৎ, তাকে কাফির বানায় না।) **কিন্তু আমি এটিও পছন্দ করি না। কেননা, এতে সাধারণ মুসলমানের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তথাপি সেই কথোপকথন ও বাক্যালাপ যা মহাসম্মানিত খোদার আমার সাথে হয়েছে, যাতে নবুয়্যত ও রিসালত শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলো আমি গোপন করতে পারি না।** (আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন তাই আমি তা গোপন করতে পারি না।) **কিন্তু বার বার বলছি, সেসব ইলহামে 'মুরসাল', 'রসূল' এবং 'নবী'-সংক্রান্ত যে শব্দ আমার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা বস্তুত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থে নয়। আর সত্যিকার মর্ম, সত্যের ভিত্তিতে আমি যার সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলো, আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বিয়া আর তাঁর পর কোন নবী**

আসবে না; পুরোনোও নয় আর নতুনও নয়। 'ওয়া মান কালা বা'দা রসূলেনা ওয়া সৈয়্যদেনা ইন্নি নাবিয়্যুন আও রাসূলুন আলা ওয়াজহিল হাকীকাতে ওয়াল ইফতেরায়ে ওয়া তারাকাল কুরআনা ওয়া আহকামাশ শরিয়্যাতিল গাররায়ে ফাহুয়া কাফেরুন কাজ্জাবুন। তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত আমাদের ধর্ম হলো, যে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থে নবী হওয়ার দাবি করে আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজির আঁচলের সাথে স্বীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আর এই পবিত্র প্রস্রবণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই সরাসরি আল্লাহ্‌র নবী হতে চায় সে অবিশ্বাসী ও বেদ্বীন। খুব সম্ভব এমন ব্যক্তি নিজের জন্য নতুন কোন কলেমা আবিস্কার করবে আর ইবাদতে নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন করবে এবং শিক্ষাদীক্ষায় কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করবে। অতএব, এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুসায়লামা কাযযাবের ভাই আর তার কাফির হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ নাই। এমন নোংরা ব্যক্তি সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে যে, সে পবিত্র কুরআন মানে ও বিশ্বাস রাখে।" (আনজামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ২৭-২৮, টীকা)

অতএব, মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং তাঁর শরীয়তের অনুবর্তিতায় আল্লাহ্ তা'লা যাকে সম্মান দেন, সে-ই কেবল সম্মানিত হতে পারে, অন্য কেউ নয় আর তাঁর দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, নিজেকে কেউ মুসলমানও দাবি করতে পারে না।

পুনরায় অধিক স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আর এ বিশ্বাসও রাখি যে, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার নবী ও তাঁর রসূল আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আর এ কথায়ও বিশ্বাস রাখি যে, তিনি খাতামুল আম্বিয়া এবং তাঁর পর কোন নবী নেই। কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যার তরবীয়ত হয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণ ধারার মাধ্যমে। [যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হয়েছে] এবং যার আবির্ভাব হয়েছে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতের ওলীদের স্বীয় কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত করেন আর তাদেরকে নবীদের রঙে রঙিন করা হয় কিন্তু তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী হন না। কেননা, পবিত্র কুরআন শরীয়তের সকল চাহিদা পূর্ণ করেছে। আর তাদেরকে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, কিন্তু কুরআনে তারা কিছু সংযোজনও করে না আর বিয়োজনও নয়। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে কোন কিছু সংযোজন করে বা বিন্দুমাত্রও বিয়োজন করে সে শয়তান এবং পাপাচারী।

আর আমরা খতমে নবুয়্যতের এ অর্থই করি যে, আমাদের সম্মানিত নবী (সা.) যিনি সকল নবী ও রসূলের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সকল উৎকর্ষ পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আর আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-এর পর নবুয়্যতের মর্যাদায় কেবল সেই ব্যক্তিই উন্নীত হতে পারে, যে তাঁর উম্মতভুক্ত হবে এবং তাঁর পূর্ণ অনুসারী বা অনুগামী হবে আর সেসব কল্যাণ ও আশিস মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিকতা হতেই লাভ করবে এবং তাঁর আলোয় আলোকিত হবে। এ মর্যাদায় (মহানবী হতে) তার কোন ভিন্নতা নেই আর না এতে (মিথ্যা) আত্মাভিমান জেগে ওঠার মত কিছু আছে। এটি কোন পৃথক নবুয়্যত নয় আর বিস্ময়েরও বিষয় নয় বরং আহমদ মুজতবা (সা.)-ই অন্য আয়নায় প্রকাশিত হয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যার চেহারা আয়নায় দেখিয়েছেন, এমন কোন ব্যক্তি নিজের ছবি দেখে আত্মাভিমান বোধ করে না। কেননা, শিষ্য ও সন্তানদের বেলায় আত্মাভিমান কাজ করে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে এবং তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে আসে, সে আসলে তিনি (সা.)-ই (তাঁরই পূর্ণাঙ্গীন প্রতিচ্ছবি)। কেননা, সে পরিপূর্ণ

আত্মবিলীনতার পর্যায়ে থাকে আর তাঁর রঙেই রঙিন থাকে এবং তাঁরই চাদরে আবৃত থাকে। আর মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সত্তা থেকেই সে নিজের অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁরই কল্যাণরাজিতে তার সত্তা উৎকর্ষের পরম শিখরে উপনীত হয়। আর এটি সেই সত্য যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এরই কল্যাণ বিতরণের সাক্ষ্য বহন করে। মানুষ মহানবী (সা.)-এর সৌন্দর্য এসব অনুসারীর পোশাকেই দেখে যারা তাদের পূর্ণ ভালোবাসা এবং স্বচ্ছতার কারণে তাঁর পবিত্র সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে আর এর বিরুদ্ধে বিতণ্ডা করা এক প্রকার অজ্ঞতা। কেননা, তিনি যে 'আব্‌তার বা অপুত্রক' নন, এটি হলো খোদার পক্ষ থেকে তার প্রমাণ আর চিন্তাশীল মানুষের জন্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। মহানবী (সা.) দৈহিকভাবে তো কোন পুরুষের পিতা নন কিন্তু স্বীয় রিসালাতের কল্যাণরাজির দিক থেকে তিনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির পিতা, যে আধ্যাত্মিকতায় পরম উৎকর্ষ সাধন করে। তিনি (সা.) সকল নবীর খাতাম এবং সকল গৃহীত-জনের পথিকৃৎ। এখন খোদার দরবারে কেবল সে ব্যক্তিই পৌঁছতে পারে যার কাছে মহানবী (সা.)-এর মোহরের সত্যায়ন থাকবে এবং তাঁর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হবে। এখন কোন কর্ম বা ইবাদত তাঁর রিসালাত স্বীকার করা ছাড়া এবং তাঁর ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। আর মহানবী (সা.) থেকে যে ব্যক্তি পৃথক হয়েছে এবং স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে তাঁর অনুসরণ করে নি সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁর পরে এখন আর কোন শরীয়ত আসতে পারে না এবং তাঁর কিতাব ও বিধিনিষেধকে এখন আর কেউ রহিত করতে পারে না। এছাড়া এখন তাঁর পবিত্র উক্তিতেও আর কেউ পরিবর্তন আনতে পারে না এবং কোন বৃষ্টিই এখন আর তাঁর মুষলধার বৃষ্টি সদৃশ হতে পারে না (অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক বৃষ্টি)। আর যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়েছে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে যেসব বিষয় প্রমাণিত সেসব বিষয়ের অনুসরণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এখন আর আদৌ সফল হতে পারবে না। আর মহানবী (সা.)-এর উপদেশাবলীর ছোট্ট একটি উপদেশও যে পরিত্যাগ করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এই উম্মতের নবী হওয়ার দাবি করে অথচ এ বিশ্বাস ধারণ করে না যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষায় সে শিক্ষিত এবং তাঁর উত্তমাদর্শ অনুসরণ ছাড়া সে নিতান্তই মূল্যহীন (তার কোন মূল্য নেই) আর পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। (এ বিশ্বাস যে রাখে না) সে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে পাপাচারি ও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে আর এ বিশ্বাস পোষণ করে না যে, সে নিজে মহানবী (সা.)-এরই উম্মতভুক্ত এবং যা কিছুই সে পেয়েছে তা কেবল তাঁরই (সা.) কল্যাণে পেয়েছে আর সে তাঁরই বাগানের এক ফল মাত্র এবং তাঁরই মুষলধার বৃষ্টির এক বিন্দু আর তাঁরই জ্যোতির এক কিরণ, অন্যথায় সে অভিশপ্ত। তার প্রতি এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গ, অনুসারী ও সাহায্যকারীদের প্রতি খোদার অভিসম্পাত।

(এখন কথা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিশ্চয় নিজের ওপর বা তাঁর জামা'তের ওপর এই অভিশাপ বর্ষণ করেন নি? না, বরং এর **তাৎপর্য** হলো, তিনি (আ.) মনে করেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে তিনিই সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছেন এবং তিনিই সেই মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন যেখানে পৌঁছার কল্যাণে এবং তাঁর (সা.) **পূর্ণ** অনুসরণের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে শরীয়ত বিহীন নবীর মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।)

তিনি (আ.) বলেন, **আকাশের নিচে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ছাড়া আমাদের কোন নবী নেই আর কুরআন ব্যতীত আমাদের কোন গ্রন্থ নেই। আর যে-ই এর বিরোধিতা করেছে সে নিজেই নিজেকে**

জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।" (মওয়াহেবুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫-২৮৭, আরবী থেকে উর্দূতে অনুদিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কৃত সূরা আহযাবের ৪১ নং আয়াতের তফসীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৯-৭০১)

তিনি (আ.) অগণিত স্থানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে খতমে নবুয়্যতের প্রকৃত মর্ম ও মর্যাদা এবং এর বিপরীতে নিজের মর্যাদা ও অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানরা যদি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারী হত তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, **ইহজাগতিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্যে খতমে নবুয়্যতের দৃষ্টান্ত আমরা এভাবে দিতে পারি, যেভাবে চন্দ্রের সূচনা হয় 'হেলাল' বা 'নবীন চাঁদ'-এর মাধ্যমে আর চতুর্দশীতে যখন তা পূর্ণতা লাভ করে তাকে বলা হয় 'বদর'। অনুরূপভাবে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যত পরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। যারা জোরপূর্বক এ বিশ্বাস করে যে, নবুয়্যত শেষ হয়ে গিয়েছে তারা তো ইউনুস বিন মাত্তার ওপরও মহানবী (সা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া উচিত নয় বলে মনে করে, এই সত্যকে তারা বুঝেই নি আর মহানবী (সা.)-এর কল্যাণরাজি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কোন জ্ঞানই তাদের নেই। এমন দুর্বল বোধশক্তি ও জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও আমাদেরকে বলে, আমরা 'খতমে নবুয়্যত' অস্বীকার করি।** (নিজেরাই বুঝে নি অথচ আমাদেরকে বলে, আমরা খতমে নবুয়্যত অস্বীকার করি।) তিনি (আ.) বলেন, **এমন রোগীদের আমি কী বলব! আর তাদের জন্য আক্ষেপই বা কী করব? তাদের অবস্থা যদি এমন না হত এবং ইসলামের প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব থেকে যদি তারা পুরোপুরি দূরে সরেই না যেত** (বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা তা যদি না হত, এমন অবস্থা যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থই তারা বুঝে না আর ইসলাম থেকে তারা যদি দূরে সরে না যেত, তিনি (আ.) বলেন,) **তাহলে আমার আগমনের প্রয়োজন কী ছিল?** (তাদের ঈমান যদি সঠিক**ই** হত এবং আধ্যাত্মিকতা যদি নিখুঁত থাকত তাহলে আমার আসার প্রয়োজন ছিল কী?) **এদের ঈমানী অবস্থা খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এবং এরা ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ নতুবা সত্যের অনুসারীর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণই ছিল না, যা মানুষকে কাফির বানিয়ে ছাড়ে।** (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২-৩৪৩, ইংল্যান্ড থেকে ১৯৮৫ সনে প্রকাশিত)

অর্থাৎ, যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে **যে** প্রেরিত এবং মহানবী (সা.)-এর সত্তা**য়** পূর্ণ বিশ্বাসী, তার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর শত্রুতা করার কোন কারণ নেই অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণের কোন কারণ ছিল না। কেননা, আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মানুষকে অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়। অতএব, মুসলমানরা আমাদেরকে যেহেতু কাফির আখ্যা দেয় তাই কলেমা পাঠকারী মুসলমানকে কাফির আখ্যাদাতাকে তা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। স্বয়ং মহানবী (সা.) বর্ণিত এ-সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে। (সূনান আবু দাউদ)

অতএব, আমাদেরকে **যারা** কাফির বলে তারা নিজেরাই এই অভিযোগে অভিযুক্ত। তাই সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে কলেমা পাঠকারী **এসব লোককে** একথাই বলব যে, নিজেদের প্রতি দয়া করুন এবং দেখুন ও বুঝুন! খোদা কী চান আর কী বলছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম, হায়! ভদ্র প্রকৃতির মুসলমানদের জন্য এগুলো যদি হিদায়াতের কারণ হতো আর আমাদেরকে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে নিজেদের অবস্থা যদি তারা বিশ্লেষণ করত! (তাহলে কত ভাল হতো)

পাকিস্তান সংসদে **তারা আইনের ধারা** প্রণয়নের ক্ষেত্রে **নিজেদের মাঝে** শব্দ চয়ন-সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত নেয়ার ছিল, এর কিছুদিন পূর্বে এক সাংসদ বিনা কারণে উত্তেজক একটি বক্তব্য রাখে। এটি

সাংসদদের মাঝে শুধু মিথ্যা আত্মাভিমান **জাগিয়ে তোলার** উদ্দেশ্যেই ছিল না বরং একই সাথে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির এক অপচেষ্টাও ছিল, যেন সবাই আহমদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। একই সাথে নিজেকে দেশের বিশ্বস্ত নেতা জাহির করাও উদ্দেশ্য ছিল এই আশায় যে, হয়ত এর ফলে তার রাজনৈতিক জীবন নতুনভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখানকার কতক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, প্রচারমাধ্যমের কুশলী এবং সমাজের সুশীল লোকেরা এটিকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের আশায় বুক বাধা উচিত যে, পাকিস্তানে সুশীল সমাজের এমন লোকও রয়েছে যারা মন্দকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছে। এসব লোক তার সামনেই তার আপত্তির স্বরূপ কী! তাও স্পষ্ট করেছেন।

এই সাংসদ যিনি মহা সাফল্যের আত্মপ্রসাদ নিচ্ছেন, তিনি বলেন- কায়েদে আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নাম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের নামে নামকরণ করা হবে তা আমাদের আত্মাভিমান সইতে পারে না। কেননা, তিনি কাফির এবং খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয়।

তার একথা ভাবা উচিত ছিল, যে ব্যক্তি এ নাম রেখেছে তিনিও তো তার নিজ-দলেরই প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর কেবল তাই নয় বরং এই সাংসদের শ্বশুরও বটে। এই নাম যখন রাখা হচ্ছিল, তখন কেন সে আত্মাভিমান দেখায় নি আর সে সময় কেন এই আত্মাভিমান প্রদর্শন করে নি? এর কারণ শুধু এটিই যে, এই পার্টির বিরুদ্ধে **হালে** বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে আর তারা মনে **করছে**, এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার এখন একটাই উপায় আর তাহলো, আহমদীদের বিরুদ্ধে মুখে যা আসে তাই বকতে থাক।

বাকি থাকল আহমদীদের বিষয়, নাম রাখুক বা না রাখুক, এতে আমাদের কিছুই যায় আসে না বরং মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সবচেয়ে আপনজন অর্থাৎ তাঁর সন্তানসন্ততিরও (কিছু যায় আসে না)। যেদিন এ নাম রাখা হয়েছিল সেদিনই মরহুম ড. আব্দুস সালাম সাহেবের ছেলেরা এবং তার সন্তানসন্ততিরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখেছিল কিন্তু এর কোন উত্তর আসে নি। তারা লিখেছেন, ডক্টর সাহেবের মৃত্যুর ২০ বছর পর পাকিস্তান সরকারের মাথায় এলো; যে, পাকিস্তানের এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর নামে (বিশ্ববিদ্যালয়ের) কোন বিভাগের নাম রাখা উচিত, এটি ভেবে আমরা বিস্মিত। তার সন্তানরা এটিও লিখেছেন যে, পাকিস্তানের আইন আমার পিতাকে অমুসলমান আখ্যা দিয়েছিল এবং এর জন্য তিনি মর্মাহতও ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন নি। বরং যুক্তরাজ্য, ইতালি এমনকি ভারতের পক্ষ থেকেও তাকে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই তিনি বলতেন, আমি সব সময় পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম আর ভবিষ্যতেও থাকব এবং পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য আজীবন চেষ্টা করে যাব আর তিনি তা করেও গেছেন। সারকথা হলো, ড. আব্দুস সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততিরা পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, আমরা মুসলমান আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি। তাই আমরা ড. সালাম সাহেবের পরিবারের সদস্য ও সন্তানসন্ততি হিসেবে লিখছি, পাকিস্তানে যেহেতু আমাদের অধিকার প্রদান করা হয় না এবং আমার যা বিশ্বাস করি আমাদেরকে তা মনে করা হয় না, তাই সরকারের এমন সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে এর সাথে আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা না থাকার ঘোষণা দিচ্ছি বরং এর সাথে আমাদের **অসম্পৃক্ত থাকার** ঘোষণা দিচ্ছি। এই ছিল ড. সালাম সাহেবের সন্তানসন্ততির প্রতিক্রিয়া।

পাকিস্তানের সংসদ এ নাম পরিবর্তন করতে চাইলে সানন্দে করুক, এতে 'সালাম পরিবার' এবং আহমদীয়া জামা'তের কিছুই যায় আসে না।

এরা আরো বলে, আহমদীদেরকে সেনাবাহিনীতে নেয়া উচিত নয়। পাকিস্তানের ইতিহাস একথাই বলছে, আজ পর্যন্ত যত আহমদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, দেশের জন্য তারা অবলীলায় **সর্বাত্মক** ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দেশের জন্য সচরাচর সিপাহী বা জুনিয়র কমিশন অফিসার অথবা সর্বোচ্চ কর্ণেল মেজররাই আত্মত্যাগ স্বীকার করে। কিন্তু আহমদী সদস্যরা এমন, যারা জেনারেলের পদবীতে থাকা সত্ত্বেও সম্মুখ সমরে **অংশ নিয়েছেন** এবং শহীদও হয়েছেন। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যমও আজকাল এ বিষয়ে আলোচনা করছে আর প্রকৃত সত্য সামনে আনছে আর তারা এদের বলছেও যে, তোমরা এসব কী বলছ? তারা তাদের আলোচনায় জেনারেল আখতার ও জেনারেল আলীর নাম উল্লেখ করছেন। প্রচারমাধ্যমে জেনারেল ইফতেখারের নাম এসেছে, যিনি শহীদ হয়েছেন। অথচ এই সাংসদ, যিনি খুবই জোরালো বক্তব্য রেখেছেন তিনি নিজেই সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত পৌঁছার পর প্রধানমন্ত্রীর জামাতা হওয়ার সুবাদে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন এবং অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন আর রাজনীতিতে যোগ দেন। দেশপ্রেমের চেতনা**ই** যদি থাকত তবে তার সেনাবাহিনীতেই থাকার কথা ছিল আর দেশের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবে আহমদীদের ওপর এ অপবাদও আরোপ করা হয় যে, এরা জাতির সেবা করে না, জাতির প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তুপূর্ণ আস্থার সাথে আমি বলতে পারি যে, **'স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'**–এ হাদীসের ওপর পাকিস্তানে আজ আহমদীরাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে, এর ওপর আমল করে এবং নিজেদের জান ও মাল উৎসর্গ করে আর করে চলছেও। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আমরা বক্তৃতা করি না, আর রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পৃক্ততাও নেই। ধর্মের খাতিরে আমরা প্রাণ বিসর্জন দেই ঠিকই কিন্তু ধর্মের নামে রাজনীতি এবং মানুষ হত্যা করি না। আমরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানি এবং আন্তরিকভাবে মানি আর তাঁর সম্মানের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করি আর **তা** করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকি। আমরা এ কুরবানী দিচ্ছি আর ভবিষ্যতেও দিতে থাকব, ইনশাআল্লাহ্। এই দেশ, যার জন্য আহমদীরা মহান ত্যাগ স্বীকার করেছে, আর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে, প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর জন্য আবশ্যক– তারা যেন দোয়া করে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই দেশকে সদা নিরাপদ রাখুন এবং অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী নেতা আর স্বার্থপর আলেমদের হাত থেকে একে রক্ষা করুন এবং পাকিস্তান ও পৃথিবীর স্বাধীন ও সম্মানিত দেশগুলোর মাঝে গণ্য হতে আরম্ভ করুক।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩ থেকে ৯ নভেম্বর, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪৪, পৃঃ ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)